কথাকলি-র পক্ষে থেকে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯

পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

সরোজিনী পুস্তকালয় ১নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩

কবি হরেণ ঘটক

সুজনেষু

কিছু কথা

প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক ডঃ প্রভাত কুমার গোস্বামী যে একজন বিরল কবি-প্রতিভার অধিকারী, বর্তমান কাব্যগ্রন্থটিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিতান্ত কৈশোরকাল থেকেই তাঁর কাব্যোন্মেষ ঘটেছে। সমকালীন বিবিধ ঘটনার অভিঘাত তাঁর সংবেদনশীল কবি-মনে সাড়া জাগিয়েছে এবং তিনি সে সমস্ত ঘটনাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। লৌকিক অনুপ্রেরণা অনবদ্য রূপনির্মিতি লাভ করেছে। শুধু শিল্পচর্চা, আত্ম-সুখানুভূতি বা অবসর বিনোদন—এসব তাঁর সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর বিশ্বাস মানুষের জন্যই শিল্প ও সাহিত্য-সাধনা। সমাজে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা জাগানোই তাঁর সাহিত্যচর্চার লক্ষ্য। কবিতা তাই তাঁর কাছে শুধু শিল্পকর্ম নয়, বক্তব্য প্রকাশের বাহন এবং সে বক্তব্য অবশ্যই সমাজ সচেতনতাবোধে ভাস্বর।

বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই সত্তর-আশি দশকের সময়কালে রচিত। স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়ের উত্তপ্ত রাজনৈতিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কবিতাগুলির মৌল-প্রেরণা। সত্তর দশকের অন্ধকারময় সন্ত্রাসের দিনগুলিতে শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে যখন সুস্থ চেতনাকে স্তব্ধ করে দেবার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছিল, সেই সময়কার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে এইসব কবিতায়। বস্তুত সত্তর-আশির রক্তাক্ত সময়ের স্বরলিপি লেখা হয়েছে কবিতাগুলিতে। কিছু কবিতা উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক ব্যঙ্গ বা পলেটিক্যাল ব্যাণ্টার। কবির দৃষ্টিভঙ্গি তাই তির্যক ও ব্যঙ্গাত্মক।

কবিতাগুলির মধ্যে যে সমস্ত ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে, সেগুলির অনুষঙ্গ ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে কবিতাগুলির রসোপলব্ধিতে অসুবিধে হতে পারে ভেবেই আমরা কবির অনুমতিক্রমে কাব্যগ্রন্থের শেষদিকে কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত কিছু শব্দ ও ঘটনার সূত্র নির্দেশ করে দিলাম। সচেতন পাঠকের কাছে কাব্যগ্রন্থটি সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

কবিতা-সূচী

কবিতা-সূচী

সত্তরের দশক

সত্তরের দশককে
মুক্তির দশক ঘোষণা করে
জনগণকে ডাক দিয়েছিল যারা
নিজেদের ভুলে তারা
নিজেরাই গেল হারিয়ে
উৎসর্গ হলো বহু প্রাণ
ব্যর্থ হলো আহ্বান
এলো না মানুষ এগিয়ে,
অগ্নিকন্যা দেশপ্রেম
গুঁড়িয়ে গেল আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে।

সেই সাথে
আসুরিক শক্তির
হলো উদ্বোধন,
রাজনীতি লজ্জা পেলো
'চণ্ডনীতি খুলিল মুখোস,
শ্বেত সন্ত্রাস
উদবারিয়া উদ্দাম নখর'
ছিন্ন ভিন্ন করে দিল
বিস্তৃত ধমনী
গণতন্ত্রের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে
প্রতিষ্ঠিত হলো
চামুণ্ডার আসন।

হয়নি সময়

সেই কবে
কয় যুগ আগে
এ মাটিতে পুঁতেছি রক্তের বীজ।

তারপর
কত বার বর্ষা এলো
বজ্র গর্জনে চৌচির হলো মাটি
বিদ্যুতের ঝলকানিতে
শীর্ণ হলো সবুজ ঘাসগুলি ;
পুঞ্জীভূত ঈশানের মেঘ
বারে বারে আনলো
বর্ষণের ধারা
কিন্তু
তার সঙ্গে মিলন ঘটালো না বীজের

তাই আজও সে
বন্ধ্যা মাটির তলায়
হতাশা নিয়ে দিন কাটায়
আর ওপরে দাঁড়িয়ে
আমরা বিজ্ঞের মতো বলি
'ওর ঘুম ভাঙার হয়নি সময়।'

বীজ থেকে বৃক্ষ নয়।

এ-দেশের নগরে বন্দরে গ্রামে
ছড়িয়ে দিয়েছ এই স্পর্ধিত বাণী—
বীজ থেকে বৃক্ষ হবে
তার ঝড়ে আসবে প্রলয়

এ দিকে বীজের ওপরে
প্রজ্ঞার মাটি চাপা দিয়ে
কুম্ভক ক'রে বসে আছ ;
বীজ থেকে বৃক্ষ নয়,
প্রতীক্ষা তোমার
প্রাণায়ামে উৎসারিত বায়ু
আনবে প্রলয়।

বিপ্লবের পথ

মিছিলের দৈর্ঘ্য মাপি
বিপ্লবের পথ,
কখনও দূরত্ব বাড়ে,
কখনও বা পৌঁছে যাই
তোরণ দুয়ারে ;
বিপ্লবী আবেগের করি পরিমাপ
মিটিং-এর আয়তন দেখে।
ফুটবলের মাঠে খেলি
সাজানো ক্রিকেট
বারে বারে কট্-আউট
আবার মিছিল সাজাই।

একটি দিবস আর সবই রজনী

সারা বর্ষে একটি দিবস
আর সবই রজনী।

লেনিন, স্তালিন
কিংবা মাও, হো চি মিন
যে ই তুমি হও
বরাদ্দ তোমার জন্যে
একটি দিবস।

দিবসের তাপে কাটে
নিস্তরঙ্গ রাত
মাঝে মাঝে জ্বেলে দিই
কাগজে মশাল
স্থবিরের আগুন পোহানো
আর
যৌবনের আলোর উৎসব।

নবজন্ম

বৃদ্ধ বৃষ (১) হারায়ে যৌবন
গান্ধীবাদ করে রোমন্থন ;
লেজ ধরে তার ভেবেছিনু
বৈতরণী হয়ে গেছি পার
লভিয়াছি নতুন জীবন,
আবার সাজাই তাই
বিপ্লবের নতুন তোরণ।

আমার তাসের ঘরে
পুরাতন জুয়াড়ীর মেলা
কুট পাশা খেলা
কোন্ বৈপ্লবিক দানে
হারাবো ওদের
এই ভেবে
কেটে যায় বেলা।

এফিসিয়েন্সী বার

চাকুরেদের চাকুরীর উন্নতি
এক সময় এসে আটকে যায়
এফিসিয়েন্সী বারে,
যোগ্যতার বলে
তা অতিক্রম করতে না পারলে
সুরু করতে হয় গোপন পদ্ধতি ঃ
অনুরোধ, উপরোধ কাকুতি, মিনতি ;
অগ্রগতির সব ক্ষেত্রেই
রয়েছে এমন একটা অতিক্রমনীয় সীমারেখা,
দেখছি, অনেকেই আজ আটকে গেছে
সেই এফিসিয়েন্সী বারে।

নেশা যেটা সেটা
আঘাত পেলেই ছুটে যায়
আবার
এক নেশা সার্থকতা খোঁজে
আরও বেশী মজাদার নেশার মধ্যে,
কিন্তু পেশার ক্ষেত্রে
অতিক্রম করতেই হবে ঐ এফিসিয়েন্সী বার।

দেখছি, তারই চেষ্টা চলেছে
কখনও গোপনে
কখনও বা প্রকাশ্য নিরামিষ দাপাদাপিতে ;
বুড়ো গরুর (১) খোঁজ পড়ছে কখনও
যদি তার লেজ ধ'রে
হওয়া যায় বৈতরণী পার।

[illegible]

গোটা দেশ কারাগার (১)
বাক্‌রুদ্ধ মানুষের ভাষা
স্তব্ধ হয় বন্দী লেখনীতে (২) ;
মানুষের অস্তিত্ব অধিকারগুলি
লুঠ করে
টেনে দেয় কৃষ্ণ যবনিকা ;
শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকারে
নরকের কীটগুলি (৩) কিলবিল করে-
তার মাঝে
ডাকিনীর (৪) ক্ষমতা বিলাস।
সেই অভিশপ্ত দিনগুলি শেষে
শ্বাস-মুক্তি অবসরে (৫)
দেবিকার অকাল বোধন (৬)।
পুড়ে থাক্ নতুন হিসাব,
সম্ভাবনা, পরিণতি নিয়ে
চুলচেরা গবেষণা।
মনের আনন্দে আজ
উৎসবের রঙে

নতুন উদ্যম নিয়ে হোক সঞ্জীবিত
প্রাণের জোয়ার যেথা
আলোর বন্যায়
যৌবনের সার্থকতা খোঁজে।

কিছু উত্তাপ প্রয়োজন

সামান্য অঙ্কের ভুলে
ঘটলো নাকি এত বড় সর্বনাশ!
প্রকৃতির রুদ্ররোষ
আর মানুষের ঔদাসীন্য মিলে
রচনা করলো বিধ্বংসী প্রলয়;
আট দশ ফুট কিংবা তারও বেশী উঁচু
জলের দেওয়াল গুলি
ছুটে এল বিদ্যুৎ বেগে;
তার মুখে হারিয়ে গেল তাজা তাজা প্রাণ,
গাছপালা, ইঁটের প্রাচীর
ছিটকে পড়লো গুলীবিদ্ধ সৈনিকের মতো,
মুখ থুবড়ে পড়লো শত শত 'শ্যামলী'
কয়েক পুরুষের শ্রম দিয়ে গড়া
মনের বিলাসী সন্তান নয়;
নাম-হারা ওরা মিশে গেল
শীতল মৃত্তিকা কিংবা বালুকার বুকে।
শ্মশানের শিবাকুল মগডালে শকুনের ছানা
এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো;
মোসুমী সেবকেরা সেবার তাড়নায়
আশ্বিনেই স্বপ্ন দেখলো পৌষমাসের;

ব্যর্থ আক্রোশে পাঁকে ডোবা মোষ
লেজের ডগায় ছড়ালো কর্দম।

হিমশীতল দেহগুলিতে
অবশ্যই কিছু উত্তাপ প্রয়োজন
শুধু সূর্যের উত্তাপ নয়, চাই জীবনের উত্তাপ।
তা হলেই বেঁচে উঠতে পারে
মাটি আর বালুকার নীচে হারিয়ে যাওয়া
সেই প্রাণ-ভোমরাটি।

প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষা যুগ থেকে যুগে
এর শেষ নেই,
একের শেষে
আবার নতুন করে চলা,
কূলে ভিড়েও নিবৃত্তি নেই,

লাখ লাখ যুগ ধরে
বিকিরিত হৃদয় উত্তাপ,
তারও শেষ নেই।
রাধিকার অতৃপ্ত নয়ন
যুগ যুগ ধরে
রূপের আলোকে যাপে
বিনিদ্র প্রহর।

সারি সারি পান-পাত্র
তলদেশে তার

ডুব দিয়ে নিংড়ে আনা জীবন নির্যাস,
তাতেও নিবৃত্তি নেই
অনন্ত পিপাসা--
এই তো জীবন।

দেবদূত

আমি এক দেবদূত,
সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে
দু পাশে দুটো ডানা বেঁধে
স্বর্গ থেকে নেমে আসছি,
---ভীষণ ভালো লাগে ভাবতে।

স্বপ্ন যখন ভাঙে
দেখি,
পড়ে আছি কোনও বস্তির ঘরে
যে ঘরের সঙ্গে সূর্যের আলোর শত্রুতো,
স্যাঁতসেতে মাটির দেওয়াল
আর
মেঝেয় বিছানো ছেঁড়া মাদুরে
আদুল গায়ে
খিদে পাওয়া পেট সজোরে চেপে।

হঠাৎ গুঞ্জন শুনে
উঠে দাঁড়াই,
চোখ মুছতে মুছতে
সামনে তাকাই
মনে হয়,

স্বর্গ থেকে দেব দেবীরা
মর্ত্যে এসেছেন
দেবদূতের খোঁজে।

না,
ভুল বলছি;
কিছু পুণ্যকামী নরনারী
খাবার এনেছেন সাথে করে
কিছু কাপড় জামাও
আজকের দিনে
বিনামূল্যে সেগুলি দিয়ে যাবেন।

এটা শিশুবর্ষের একটা দিন,
এরপর একটানা রজনী (১)।

বার বার ডুবে যায়

তমসার বুক চিরে
বিচ্ছুরিত আলোকের রেখা,
উদ্ভাসিত করেছিল দিক ও দিগন্ত।

অন্ধকারের কিছু জীব
গোপন লেন-দেনে
ভেড়া-গরুর বিক্রয় ধর্মে
বিকিয়ে দিল মানুষের মাথা;

দ্বিতীয় স্বাধীনতা (১)
বলি পড়লো
চামুণ্ডার পদপ্রান্তে।

তাই, আবার অকাল বোধন,

আবার পুজোর আয়োজন।

ক্ষমতার লোভে আর

লালসার বিকৃত বিলাস

মানুষের ভাগ্য তুলে

হাতের মুঠোয়

আবার অঞ্জলি দিল

একেশ্বরী অপদেবিকায় ? (২)

পচাগলা সমাজের

মান-খোয়া অপদার্থতার মাঝে

বার বার ডুবে যায়

নতুন শক্তির যত সার্থক বিন্যাস ?

আমরা

আমরা

সমাজের মাঝখানে থাকি ;

লাল বাক্সে ভোট দিই

আমরা চালাই,

কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত প্রচন্ড লড়াই ;

বেতনবৃদ্ধির সাথে

সৃষ্টি হয় বিজয়ীর বিপ্লবী আবেশ

কিন্তু,

বার বার

সে আবেশ কেড়ে নেয়

ও-দিকের ঘাটতি বাজেট।

কুচ পরোয়া নেই।

বাম হাতে এখনো সক্রিয়

অটুট অর্জিত অধিকারে

কাজ রেখে

নুন-স্রোতে ক্লান্তি দূর করি।

কিংবা অপসংস্কৃতির চেহারা পরখ করতে

চলে যাই

কোনও লাঞ্ছিতা বা লজ্জাভাঙা

পশারিনীর মায়াবী আলোয় ;

ঘরে ফিরে দেখি

সদ্য কেনা রাজনৈতিক ইস্তাহার লেগে গেছে

খোকনের দুধ গরমের কাজে ;

কিংবা

তা অভাব পূরণ করেছে

দুষ্প্রাপ্য কেরোসিনের।

মনে হয় জ্বলন্ত চেহারা নিয়ে তেড়ে ফুঁড়ে উঠি,

কিন্তু থেমে যাই

প্রেয়সীর মুখে মৃদু হাসি দেখে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি !

ইতিহাসের নাকি পুনরাবৃত্তি ঘটে,

হবেও বা।

কিন্তু তা যদি হয়

তা হবে পুনরাবৃত্তি প্রহসন ;

প্রতিদিন রাত্রির গর্ভ থেকে

সূর্যের নতুন করে পুনরাবির্ভাব ঘটে,

সেটা পুনরুজ্জীবন নয়
তার মুখে নেই ব্যর্থতার গ্লানি
নেই কলঙ্ক কালিমা ঢাকার
অক্ষম প্রয়াস ;
সব দিন সে সমান উজ্জ্বল
রশ্মিগুলি তার
পরস্পর লাঠালাঠি করে
দুমড়ে গিয়ে
অন্ধকার ডেকে আনে না

কিংবা সে
বৃহন্নলা সেজে
নির্বিকল্প বৈরাগ্যে
নক্ষত্রের বুকে
লুকায় না তার মুখ ;
শক্তির আস্ফালন নেই কোনও কালে
তাই তার নতুন আবির্ভাব
প্রহসন হয়ে ওঠে না কোনও দিন ।

আমরা বেশ আছি

তোমরা যা-ই বল
রক্তে আমার বিপ্লবী উষ্ণতা
কিন্তু তা রঙ্ পেয়েছে
রামমোহন — রবীন্দ্রনাথের
—একথা ভাবতে ভালবাসি,
নতুবা সাংস্কৃতিক জীবন
বর্ণহীন মনে হয় ।

বিপ্লবী অনুষ্ঠানে
গণসঙ্গীতের উত্তাল তরঙ্গ তুলি ;
সাংস্কৃতিক আসরে
রবীন্দ্রনাথের ফুলডোর
আর
নজরুলের ফুলশাখার বুলবুলি,
চাঁপার মেলা
পলাশের নেশা জাগায়,
আর এক রবীন্দ্র-নজরুল
ডুবে যায় নেশার রঙে ;
নেশা ভেঙে
মাঝে মাঝে খুঁজে দেখা
সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতির
হারানো সীমানা ,
কিছু বিস্ফোরণার
আর একটু আলো জেলে
উত্তেজনার আগুন পোহানো,
আমরা বেশ আছি ।

তখনই অকাল বোধন

টেনে দিয়ে কালো অবগুণ্ঠন
যখন,
চারদিকে কেন্না কেঁদে
মারণ-উচাটনের
চলছে আয়োজন ;
যখন,

জনগণের বিরুদ্ধে

নতুন করে যুদ্ধ হচ্ছে শুরু (১),

ঠিক তখনই

অকাল বোধন।

বিপরীত যুদ্ধ সমাবেশ,

অসুরপালিনী দেবী (২)

পান করি

ক্ষমতার সুতীব্র আসব

সৃষ্টি করে

উন্মত্ত উৎসব।

অমানিশা লজ্জা-পায়

অন্ধকার আলোর জোয়ারে।

শতাব্দীর অর্জিত অধিকার

অতিদ্রুত অর্থ তার ভোলে।

এমন উৎসব

ভারতের দেবীপীঠে (৩)

বারে বারে আসে

লক্ষ্য তার স্থির:

অসুর নিধন নয়,

অসুরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন

আর অসুর-পালিনী দেবীর

রণের বিলাস।

তবু মাথা তোলে

ফ্যাসিজমের মকরধ্বজ-পুষ্ট হয়ে
বাঁচতে চেয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ
সে আজ
ইতিহাসের চিতাশয্যায় শায়িত।

তার অবৈধ মানস সন্তান
মাঝে মাঝে মাথা তোলে
পৃথিবীর আনাচে কানাচে
নানা রূপে, নানা ঢং-এ;
কণ্ঠে চেপে বসে,
রুদ্ধ করে কণ্ঠস্বর,
মানুষের জন্মগত প্রবণতা
প্রতিবাদ প্রতিরোধ,
তার ভাষা নেয় কেড়ে
সম্মুখেতে তুলে ধরে
আইনের জারজ সন্তান (১)।
মধ্যযুগের শাসকের মতো
সে বলতে চায়:
'আমিই রাষ্ট্র (২)।'
সে ভুলে যায়
তরবারি নিয়ে দাঁড়ানো যায়
তার ওপরে বসা যায় না;
বসতে গিয়ে
কত ক্ষমতা বিলাসী উদ্ধত নায়ক
ইতিহাসের আস্তা কুঁড়ে
পড়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে

সুকান্ত

বৃহত্তর জনজীবনের
শরিক যে জন
সে কবির কথা
তার নিজের কথা নয়,
সে কথা বলে
সে বলে তাদেরই কথা
তাদের মতো ক'রে,
তাদেরই ভাষায়।

তার চলার ছন্দ ফুটেছে
রাজপথের মিছিলের ছন্দে
মিছিলের ধ্বনি থেকে
ধ্বনি নিয়ে
আর মিছিলের গতি নিয়ে
একদিন শুরু হয়েছিল
তার চলা।
সে চলার শেষ হবে
মিছিল যেদিন
পৌঁছুবে তার শেষ লক্ষ্যস্থলে,
তার আগে
তার শেষ নেই।
তাই
চোখের সামনে হারিয়ে গেলেও
আমি তাকে দেখতে পাই
ওই ধর্মতলার মিছিলে (১),
দেখতে পাই সে-মিছিলে
যে মিছিল চলেছে

পাকা ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে,
জোয়ারে ফুলে ওঠা
নদীর তীর ধ'রে
কিংবা কোনও
ইস্পাত নগরীর
লাল রাজপথে।

যত কম কথাই সে রেখে যাক
প্রতিদিনের সংগ্রামে
তা পাচ্ছে নতুন ভাষা
নতুন চেতনা
নতুন অভিজ্ঞতা
নতুন নতুন কণ্ঠের ধ্বনিতে
তা সতত সোচ্চার।

সমাজতান্ত্রিক সবাই

এ যুগে সমাজতান্ত্রিক সবাই
কারণ,
কাউকে করতে হলে জবাই
আগে তাকে তোয়াজ করা চাই।

কুকুরকে প্রথমে বদনাম দিয়ে
ফাঁসি দিতে হয়
কোন আদর্শকে বরবাদ করতে হ'লে
তাকে গড়তে হয় বিগ্রহ রূপে,
তারপর
নানা উপচারে তার পুজো

ফল, ফুল, দীপ ধূপে ;
আদর্শ সক্রিয় হলেই বিপদ
তার চেয়ে বরং
আদর্শকে সামনে রেখে
সারা গায়ে ভস্ম মেখে
চোখ বুজে ধ্যান করা
কিংবা
সমাজতন্ত্রের মন্ত্র জপ করা
অনেক ভালো
হাতটা যখন বেজায় কালো
তখন শুধু ভস্ম দিয়ে কি
তাকে ঢাকা যায় ?
তাই সঙ্গে মন্ত্র চাই
মায়াময় বাস্তব জীবন নিয়ে
বক্তৃতা করতে গেলে
বাস্তবতা কঠিন হয়ে
সামনে এসে দাঁড়ায় ।

এই ব্যর্থতার মধ্যে
করতেই হয় আস্ফালন
নতুবা
এখনই নিশ্চিত মরণ ।

বড় প্রহসন

একটি মিথ্যা বার বার বললে
তা সত্য বলে প্রতিভাত হয় ;
যা করবো না
তা করবো বলে

বার বার ঘোষণা করলো
প্রতিপক্ষের যে দাবী
তার ধার কমে যায়।
এই নীতি নিয়ে চলে রাজ্যপাট
সব কিছু ঠাট
গড়ে ওঠে এই কায়দায়।

মাঝেমাঝে
সমাজতন্ত্রী-কুমীরের অশ্রুতে
ভরে ওঠে ধনবাদী চোখ (১)
ও দিকে সার্কাসের টাইট-রোপ (২)

তার ওপরে ছাতা-হাতে
কন্যা দোদুল্যমান;
সমভাবে ভাগ করা
তার মন-প্রাণ
কি সুন্দর নৃত্য।
গোপনে গোপনে কিন্তু সে
বশংবদ ভৃত্য।
পান করে ডলার-আসব (৩)
স্বপ্ন দেখে,
তৃতীয় বিশ্বের হবে সে বাসব (৪):
ভাবে মনে
করুণার সিংহাসন
পাতা তার তরে।

এইটাই বড় প্রহসন।

ইতিহাস কথা কয়

হিরোসিমা আর নাগাসাকির (১)
লাখো মানুষের লাশ
ঢাকা পড়ে গেছে মাটির নীচে
কিন্তু,
ঢাকা পড়েনি ইতিহাস
সে ইতিহাস কথা বলে ;
বিজয়ের এক উৎকট আনন্দে
পাশ-মুক্ত বর্বরতা
রচনা করেছিল
সেই কলঙ্কিত ইতিহাস।

ইতিহাস ঢাকা পড়ে না
খুনী ধুয়ে ফেলে হাতের রক্ত
কিন্তু তার গন্ধ
এমন উৎকট
যেন মনে হয়
তাকে ঢাকা যাবে না
গোটা আরবের সুগন্ধি দিয়ে।

নির্লজ্জ কাপুরুষতাকে
বীরত্ব বলে প্রচারের
ব্যর্থ প্রয়াস
আবার তাই
নতুন খুনের নেশা জাগায় ;
তাই দেখি নতুন (২) মারণাস্ত্র নিয়ে
ব্ল্যাকমেইলের নতুন কৌশল,
এর বিরুদ্ধে ধিক্কার দিকে দিকে

মানুষের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আর ঘৃণা
জমাট বাঁধছে তিল তিল করে,
গড়ে উঠছে প্রতিরোধের প্রাচীর হয়ে ।

ছাই : একটি ইতিহাস

শুরুর মুখে
ছাই পড়েছিল সহজেই ।

যারা তার বাড়া ভাতে দিয়েছিল ছাই
তাদের আশাতেও পড়েছিল ছাই ।
বংশানুক্রমে রক্ষিত ছাই
ঢেলে দেওয়া হয়েছিল তার গোড়ায়,
তার সঙ্গে মোসাহেবদের
লালসার লালা সিঞ্চন
তাকে করে তুলেছিল সঞ্জীবিত ।

কিন্তু,
সে উল্কার মতো উঠে
হাউই-এর মতো
ছাই হয়ে নেমে এসেছিল মাটিতে ;
তার শেষ তো ঐখানেই !

তবুও আবার
শুরু হলো ছাই ছড়ানোর পালা
জাতির উদ্দেশ্যে :
বহুমূল্য আধারে রক্ষিত ছাই
ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল
সাগরে, নদীতে, আকাশে, পাহাড়ে ।

আসলে ও তো
ব্যর্থ রাজনীতির ঘাস ছাই ;
এই ছাই জাতির মুখে
ছুঁড়ে দিয়েছে আরও কিছু লোক।
সেই ছাই ঢেলে
যে গাছকে তাজা করা হয়েছে
সে তো মানকচু।

বছর বছর ধরে
চিবিয়ে যাচ্ছি
সেই অপূর্ব সামগ্রী।
আবার ছাই কেন ?

কপাল যখন পুড়েছে
তখন ছাই তো আসবেই
কিন্তু
ছাই তৈরীর জন্যে
নতুন কারখানা কেন ?
কেনই বা তার বিলাসী হাওয়াই সফর ?
আর জাঁকালো নিলামী আয়োজন ?

সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

অকাল বোধন

মৃত্যুর কারবারীর দল
যখন
নতুন মারণাস্ত্রের ভিত্তি
করছে পত্তন,
পারমানবিক ব্ল্যাকমেলের ব্যর্থতা
ঢাকতে চাইছে নতুন শক্তিশেলে,

মদমত্ত শক্তির আসুরিক আস্ফালন
যখন
বিশ্বকে করে তুলছে সন্ত্রস্ত,
তখনই নতুন করে
তোমার অকাল বোধন।
এমনি বোধন
বারে বারে ঘটে,
কোটি মানুষের দৃপ্ত প্রতিরোধে
উদ্বোধিত হয় দেবী-শক্তি ঃ
হারিয়ে যাওয়া একটি নীলপদ্ম
হাজার পদ্ম হয়ে ফোটে
ক্রুদ্ধ মানুষের চোখের তারায় ঃ
আসুরিক শক্তি
থর থর কাঁপে
কোটি কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষে।
এখন অপেক্ষা শুধু
কবে
ক্ষমাহীন ধিক্কার নিয়ে
বিসর্জনের ঘাটে
এগিয়ে চলবে মিছিল,
আসুরিক শক্তির ঘটবে
শেষ নিরঞ্জন।

শুধু বেঁচে থাকা

জীবন কি শুধু বেঁচে থাকা,
দিন, মাস, বছরের মাপে
পরমায়ু গোনা ?
তাই যদি হয়,
তবে কেন দেখি
পাথরের ফাঁকে ফাঁকে
জীবনের গভীর আবেগ,
সব বাধা তুচ্ছ করে
পুষ্প সহ লতাগুল্ম
মাথা তোলে নিরন্তর !
মরুর বালুকারাশি
ভেদ করে
কেন মাথা তোলে
কণ্টকিত দেহ
গভীর প্রত্যয়ে ?
আমি জানি
এ জীবন মধুময়
সহনীয় জীবন সংগ্রাম ।
তাই,
কায় ক্লেশে অন্ন খুঁটে খাওয়া
ইঁটে বাঁধা ফুটপাতে
জীবনের নতুন বিন্যাস ;
চলমান জীবনের সাথে
তার নব পরিচয় ।
তারা এক সাথে
চলে দৃপ্ত পদে

তার অঙ্গীকার
প্রতি পদক্ষেপে,
উদ্ভাসিত শিহর লক্ষ্য
প্রতিদিন জীবনকে
করে সমুজ্জ্বল।

অগ্নিগর্ভ প্রতিরূপ

রাত্রির শেষ নেই
একথা কে বলে ?

দিবসের শেষ সূর্য
যবে যায় অস্তাচলে
আহ্নিক গতির সাথে
তারও অয়ন।
তার বিচ্ছুরিত একক নয়ন
কার সাধ্য অন্ধ করে দেয় ?
অগ্নিগর্ভ রশ্মি মণ্ডল
নিজদণ্ডে আবর্তিত,
যুগ যুগ সঞ্চারিত
প্রচণ্ড প্রলয়,
তার মাঝে উদয় বিলয় ;
কে এমন শক্তিধর
যার ফুৎকারে
এক দণ্ডে হবে নির্বাপিত ?
এই অগ্নিগর্ভ রূপ দেখি
সংগ্রামী মিছিলে,
চলেছে সে

যুগ থেকে যুগ
আবর্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে
দৃপ্তপদে, স্থির লক্ষ্যে
প্রতিদিন ক্রম অগ্রসর ;
ছন্দের স্পন্দনে তার
ঘুণধরা সভ্যতার
রুক্ষ আস্ফালন
চূর্ণ হয়ে যায় ;
চোখের রক্তিম বহ্নি
কে পারে নেভাতে ?
শত শত রশ্মি তার
শরশয্যা করিছে রচনা
বর্তমান শতাব্দীর
পিতামহ তরে।

অপরাধী

ওরা অপরাধী
সমাজ বিরোধী,
ওরা নিরন্তর অপরাধ করে
পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে
গ্রামে ও শহরে।
খুন রাহাজানি আর
ডাকাতি, ছিনতাই
যেন প্রস্তুত হয়েই আছে
যখন যা চাই,

ওদের কাছে
এসবই ডাল-ভাত,
হয়তো তারই প্রয়োজনে
ঐ কাজ একদিন
ওরা নিয়েছিল বেছে,
হন্যে হয়ে শ্রম বেচে বেচে
ব্যর্থ হয়ে দুরন্ত যৌবন
পেয়েছিল পেশা,
আজ সেটা শুধু পেশা নয়
সেই সঙ্গে নেশা।
ছোরা-ছুরি রিভলবার
পেটো পাইপগান
ও-যেন শিশুর হাতে
সহজ খেলনা,
ভাবনার নেই কোন স্থান
নিজ স্বার্থে কিংবা পরের ইঙ্গিতে
চলে পাশা খেলা
কোনও বেলা জিৎ হয়
হার কোনও বেলা।
সমাজ বিরোধী ওরা
তবুও ওদের ঘিরে
সমাজের বিরাট কারবার,
কত নামে জেলখান।
থানা ও হাজত
পেশাদার আড়কাঠি
বিচারক, জুরী
পুলিশ-কনষ্টেবল
উকিল, মুহুরী।

অপরাধ বিজ্ঞানের পাকা অধ্যাপক
তার সঙ্গে কত গবেষক
তথ্য তত্ত্বে ভারী করে
অসংখ্য পুস্তক.
সেই সব এ সমাজে
পণ্য হয়ে যায়
নীতি উপদেশ যত
বাজারে বিকায়।

শাস্তির অধিকারী ওরা
তার তরে বহু আয়োজন
কত শিল্পী কারিগর
রচিছে মারণ-যন্ত্র
তার ফলাও কারবার
ফেঁপে ওঠে এক শ্রেণী
সেই সঙ্গে নীতিশাস্ত্র
হয় জোরদার।

ওরা অপরাধী
ওরা সমাজ বিরোধী
সমাজের পঙ্কে জাত
কিন্তু ওরা নহে তো পঙ্কজ।
ওরা এই সমাজের
পাপের ফসল.
সমাজ বিরোধী ওরা
পদে পদে সমাজের বুকে হানে
নিষ্ঠুর আঘাত
এটাই জীবন ও জীবিকা সংস্থান.
সেই সাথে নেপথ্য কারবার

প্রকাশ্য হিংস্রতা
আর শান্ত বাণিজ্যের
চমৎকার সহ অবস্থান

জোয়ার ভাঁটা

মাঝে মাঝে জোয়ার আসে
ফুলে ফেঁপে ওঠে জল
পূর্ণিমার বিস্তৃত আলোয়
চাঁদ তাকে করে আকর্ষণ
জাগে ভরা কোটালের বান।
কিছু কাল পরে
আবার সেই মরা কোটাল.
নিস্তরঙ্গ অলস প্রবাহ
অতি ধীরে
চলে সমুদ্রের পানে।

সীমাহীন সমুদ্রের বুকে
নীল জলরাশি
উৎক্ষিপ্ত ঊর্মিমালায়
যুগ যুগ ধরি
ফুঁসিছে গর্জিছে
আর করিছে ভৎর্সনা :
ফিরে যাক্ অলস প্রবাহ,
ক্লীবত্বের পঙ্কু শীর্ণ ধারা।

নিস্তরঙ্গ জীবন প্রবাহ যদি
পৌরুষের পলিমাটি

না টানিতে পারে,
যদি না গাঁথিতে পারে
স্তরে স্তরে শক্ত ভিত্তিভূমি
তবে তাহা ব্যর্থ হয়ে
নিম্ন পঙ্ক স্তরে
লইবে আশ্রয়।
চিরতরে রুদ্ধ হবে
সাগরের পানে চলা
তরঙ্গিত জীবন প্রবাহ।

কল্পনা ও বাস্তব

কল্পনা কি বাস্তবের সীমানা ছাড়িয়ে ?
- না।
কল্পনার রং থেলে
বাস্তবের সীমানাকে ঘিরে
নতুবা সে উদ্ভট পাগলামি ;
জীবনে তা সত্য নয়
তাকে যদি সুন্দর বলো
সে হবে আর এক তাজমহল,
সেখানে রাত্রি বাস অসম্ভব।
জীবন থেকে সরে গিয়ে নয়,
সৌন্দর্যকে পেতে চাই
জীবনের মাঝে ;
আমাদের হাসি কান্না
সব কিছু
বাস্তব জীবনকে ঘিরে।

এ পৃথিবী নয় মায়াময়
গড়া নয় মায়ার প্রদীপে ।
মানুষের ঘাম, রক্তে
গড়ে উঠা বাস্তব সংসার
মায়ার বন্ধনে নয়,
বাঁধা আছি প্রত্যক্ষ বস্তুতে ।
আমোদ, প্রমোদ
এ জীবনে যা কিছু আয়োজন
আসুক বাস্তব রূপে
কল্পনায় ফানুস উড়িয়ে
দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া
শুধু অন্যায় নয়,
— অপরাধ ।

স্বপ্ন দেখি

গল্পের সেই ব্রাহ্মণের মতো
শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখি ;
সামনে ঝোলানো মাটির হাঁড়ি
তার মধ্যে
বঞ্চিত জীবনের যত সঞ্চিত সম্পদ ।
সেগুলি আস্তে আস্তে
বেরিয়ে আসে,
আশ্রয় নেয়
আমার স্বপ্নের মধ্যে ;
কল্পনার ফানুস উঠতে থাকে
আকাশ ফুঁড়ে,

তার সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে চায়
মাটির ওপরে
নতুন কেনা মোটরগাড়ী,
আকাশ চুম্বী বাড়ী
মাথা তোলে চোখের নিমেষে
সে যেন সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ।
তার মাঝে সিংহাসনে বসে
এক নিমেষে
সমাধান করে ফেলি
সব সমস্যার!
আমার আকস্মিক পদাঘাতে
শেষ পর্যন্ত হাঁড়ি যায় ভেঙে,
কুড়োতে যাই খোলামকুচি,
জোড়া দিয়ে গড়তে চাই
আবার সেই মাটির হাঁড়িটা
কিন্তু ভুলে যাই
গড়ার কাজ - একার কাজ নয়।

কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে

আমরা সবাই শুধু
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে
ওপরে উঠে যেতে চাই।
সংগ্রাম এড়াতে চাই
চাই শুধু সংগ্রামের
উৎসব বিলাস।
রূঢ় বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে

প্রতিদিন ভেঙে পড়ে
সাতমহলা বাড়ী ;
তবু তারই টুকরো ইঁটকাঠ
জোড়া দিয়ে চলি ;
তালি মেরে যাই
ছিন্নভিন্ন রঙীন পরদায় ।
ভুলে যাই
হাত-বদল করা গাড়ী
আর ফাঁকরের আলখাল্লা
যতই সারাও
একদিকে সেরে ওঠে
অন্যদিকে ফাঁসে
অভিজ্ঞ লোকেরা হাসে
কুছ পরোয়া নেই,
আসবের পাত্র হাতে
ক্ষমতায় বুঁদ হয়ে
নিজেদের ভাবি আমরা
বাসর্বাবজয়ী ।

তোমার দু'চোখে ছিল বহ্নি

স্বর্গের অপ্সরী নও
তিল তিল করে গড়ে তোলা
নও তিলোত্তমা,
তবুও কি করে আমায়
তড়িতাহত করলে বলতো ?
না, আমিই বলি ঃ

তোমার দু চোখে ছিল বহ্নি,
জ্বলন্ত ঘৃণার
আর,
বঞ্চনার প্রত্যাঘাতে পরিপূর্ণ তেজ
অস্বীকৃত যৌবনের হতাশার মাঝে
জেগে ছিল আশার মুকুল।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
দিতে গিয়ে
রাতের শিশির
আর দিনের আলোক
অতলান্ত অন্তস্তল থেকে
সিঞ্চন করেছি বারি।

আজ আর বহ্নি নেই
আছে শুধু মুকুলের সারি
সদাস্নাত উজ্জ্বল কুসুম
ফলের প্রত্যাশা নিয়ে
সতত জাগরী

বর্ণচোরা

চারিদিকে বর্ণচোরা কিলবিল করে
ওরা সব যুগ যুগ ধরে
দেশে দেশে সাজায় আসর
দাস্যসুখে দোলে কলেবর
তৈলসিক্ত জিহ্বা দিয়ে
পরম আনন্দে করে
শ্রীপদ লেহন

সারমেয় চরিত্রের উপাদান নিয়ে
ওদের গঠন।
মনে হয় স্বল্পে তুষ্ট
মোটেই তো নয়
চাটুকারী বাক্যে ওরা
করে নয় ছয়।
আপাত দৃষ্টিতে দেখি
ওদেরই তো জয়।
সমাজের উচ্চমঞ্চে ওরা পোষাপাখী,
যতই উড়ুক
আসলে ওদের স্থান
পায়ের তলায়

আর এক মিছিল

সারাদিন দেখি
আমার সম্মুখ দিয়ে
চলেছে মিছিল
কত ঢং-এ, কত রং-এ
সবুজ, হলুদ আর
লাল কিংবা নীল।

উচ্ছল হাসিতে কারও
বাঁধ ভাঙ্গা অভিব্যক্তি,
— 'ওরা ধন্য কৃপা লাভে'
হাসির তরঙ্গ তুলে
প্রভু কর্ণে এই কথা
পাঠায় গৌরবে।

বিনয়ের দাস্যসুখে
দেহ-বল্লরী কারও
অবিরত দোল খায়,
দোলায় শিহর এনে
বিনা শব্দে
প্রণতি জানায়।
কেউ গুরুগম্ভীর
কথা বলে
ফিস্ ফিস্ করে,
গোপনের ভাণ্ডারী
তাই এরা
বিকোয় সব চেয়ে বেশী দরে।
ভাঁড়, চামচা, চাটুকার
যে নামেই ডাকা হোক
সব যুগে ওরা
ঘাটতি পূরণ করে
ঐ এক গুণ দিয়ে
সাজিয়ে পসরা।

শারদোৎসব : ১৯৮৪

শরতের বৃষ্টিধোয়া
নীল আকাশের গায়
খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ জমে,
অন্ধকার গাঢ় হয়।
পশ্চিম গোলার্ধে বসে
মৃত্যুর কারবারী

পারমাণবিক ব্ল্যাকমেলের ব্যর্থতা (১)
মুছে দিতে চায়
নতুন শক্তিশেল দিয়ে।
আর
এখানে আমার দেশ
আসুরিক শক্তি তার
মদমত্ত ক্ষমতার তূণে
নতুন একাঘ্নী বাণ (২)
রচনায় করে আয়োজন।

এই ক্ষণে
আবার নতুন করে
অকাল বোধন।
কোটি কোটি মানুষের
দৃপ্ত প্রতিরোধে
আর জ্বলন্ত ঘৃণায়
দেবীশক্তি হোক উদ্বোধিত
কাঁপুক অসুর
আর অসুরপালিনী মাতা (৩);
চুরি যাওয়া নীলপদ্ম
ফুটে উঠুক
মানুষের ক্রোধদীপ্ত চোখের তারায়
শুরু হোক দীর্ঘ দুরন্ত মিছিল
সেই ঘাট পানে
শেষ নিরঞ্জনের বাদ্য
বাজছে যেখানে।

অপসংস্কৃতির আড়তদার

নাটক লেখে নাট্যকার :
ব্লাউস ছিঁড়ে একাকার
বডিস টেনে
বাস্তবতা গড়ে,
নগ্ন নাচের ডিজেন দিয়ে
রসের নাগর বুকে নিয়ে
দগদগে প্রেম
ব্রোহট তুলে ধরে।

গল্প লেখে গল্পকার :
আগাগোড়াই অন্ধকার
অন্ধকারে জীবগুলি সব নড়ে
বিবরবাসী প্রজাপতি
ঊর্ধ্বে নয়, তার নিম্নগতি
শকুনসম ভাগাড় খুঁজে মরে।

চিত্রকর চিত্র গড়ে
দিগম্বরী মডেল করে
এটাই নাকি এই যুগের কলা।
বন্ধ ঘরে চন্দ্রাহত
ঐ কলা বাড়ছে যত
ভেতর থেকে ফাঁসছে তত তলা।

মাতাল তো মদ পিয়াসী
মাছি খোঁজে পচা বাসি
শুঁড়ি সদা সাক্ষী রাখে মাতাল।

পচা গলার সমঝদার

রামবাগানের আড়তদার

ওরা সব পঙ্ক প্রেমিক দাঁতাল (১)।

রাজকুমারের বিয়েতে প্রীতি উপহার

জুলাই মাসে ফুল ফুটেছে

রাজকুমারের বিয়ে,

উড়ছে যত প্রজাপতি

বাকিংহামে গিয়ে (১)।

আনন্দের বান ডেকেছে

বিলেত দেশটি ঘিরে

তার ঢেউ লাগল এসে

ভারতভূমির তীরে।

শোনো :

এখন আমরা নই তোমাদের

খাস তালুকের প্রজা,

তবু আমরা কর্তাভজা ;

চরিত্রটা আসছে গড়ে

দু'শ বছর ধরে (২) ;

রানীমাকে প্রতীক রেখে (৩)

ঐক্য রাখার তরে

মহাসুখে বাস করছি

কমনওয়েলথ-এর ঘরে !

সসাগরা পৃথিবীতে
তোমরা রাজার রাজা
আমরা দ্যাখো ছিলাম তোমার
সাত পুরুষের প্রজা.
তোমার মায়ের বিয়ে
এপার থেকে উলুধ্বনি দিয়ে
আমরা প্রজাকুল
ধান দুর্বা ফুল
ভাসিয়েছিলাম সাত সাগরের জলে ।

এবার ঃ

দুঃখ বড় রইল মনে
এখনো তোমরা রাজা
আর আমরা সবাই
রাজাহারা প্রজা
তোমরা শুধু চলে গেছো
সবাই আছে পড়ে
কালা আদমীর চলছে শাসন
সাদার নীতি ধরে ।
অফিস, পুলিশ, মিলিটারী
চলছে একই চালে
ওসব কত ভাল জিনিস
বুঝেছি এই কালে ।
রাজভক্তির কমতি নেই
কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ।
সত্যি কথা বলছি জেনো
নয়কো ঝুটমুট,

রাজভবনে দেখে গেছো

প্রিন্স-অব্-ওয়েলস্ স্যুট (৪)।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

আর ইস্ট্রা গেট (৫)

রাজরাজড়ার স্মৃতি

জড়িয়ে আছে ভক্তি, প্রীতি

এগুলি সব না থাকলে

মাথা হোতো হেঁট।

তুমি ঃ

পূর্বতন সাম্রাজ্যের

প্রতীক রাজকুমার

তোমার বিয়ের যোগ্য হবে

কোন সে উপহার ?

বালুচরী শাড়ী আর

হাতীর দাঁতের সেট

পাঠাতে গিয়ে লজ্জা পেলাম

এই সামান্য ভেট।

তাই পাঁচ সালের মাকু (৬)

আর তিরিশ সালের সুতো (৭)

পঁয়ত্রিশের ঠাশ বুনোনী (৮)

বিয়াল্লিশের খুঁতো (৯)

সাতচল্লিশের প্রীতির রং-এ (১০)

সাজিয়ে উপচার

তোমার বিয়ের পাঠিয়ে দিলাম

প্রীতি উপহার।

রাষ্ট্রপতি পাঠিয়ে দিলেন

ভারত সরকার (১১)

বরযাত্রী হয়ে গেলেন

নতুন রাজকুমার (১২)।

বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে

বসবে চাঁদের হাট ;

সবাই উঠে দাস্যসুখে

বলবে তোমার হাস্যমুখে

চিরন্তন হয়ে থাকুক

তোমার রাজ্যপাট।

ভবিষ্যৎ সুখের হোক

এইটা আমরা চাই,

তাইতো এবার শেষ কথাটা

তোমার বলে যাই।

তোমার ভাবী শ্বশুর

আর খুড়-শ্বশুর মিলে

রিপোর্ট যেটা পেশ করেছে (১৩)

সেটা দিচ্ছি তুলে :

শোনো।

চুটিয়ে প্রেম যতই করো

জেনো রাজকুমার

কুমারিত্ব হারায়নি

ডায়না স্পেনসার।

কিন্তু বাবা জেনে রেখো

নয় সে অনুর্বর

তাই থাকবে তোমার রাজবংশ

ভরবে তোমার ঘর।

তুমি বাবা পুরুষ মানুষ

চিন্তা তোমার নেই

তোমার প্রেমের স্মৃতি নিয়ে
জন্মেছে অনেকেই।
স্মৃতির কুসুম যদি থাকে
সে সব যেও ভুলে
মনে রেখো এবার তুমি
হোলটাইমার হোলে।

ইতি,
তোমার ভূতপূর্ব সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ

প্রকাশকের প্রতিবেদন

অপরাধ নিও নাকো
ওগো রাজকুমার
ইংরেজিতে হলো নাকো
প্রীতি উপহার।
এরাজ্যের বামফ্রন্ট
বড় নির্দয় (১৪)
রাজভাষার আন্দোলনে
করে নাকো ভয়।
পনেরো থেকে পঁচাশ
সব বয়সের গুণী
এখনও কিন্তু আছে সবাই
জ্বালিয়ে তার ধ্বনি
মধুচন্দ্রিমার শেষে
সময় পেলে পরে
এসপ্ল্যানেড ইস্ট এসে (১৫)
যেও মিটিং করে।

আসলে ওটা ভয়

পাহারাদারীর দায় পড়েছে
গোটা বিশ্বময়,
কে কোথায় মাথা তোলে
জানা সহজ নয়।
কমিউনিস্টদের দল নাকি
রক্তবীজের ঝাড়,
অত্যাচারের রক্ত থেকে
জন্মে বার বার!

পিঠে এখনও দাগা আছে
স্বেচ্ছাসেবীর মার,
মারের চোটে হতে হলো
ফরমোজাতে পার।
নাগাসাকি হিরোসিমায়
ব্ল্যাকমেলিং-এর শেষ,
ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করে
নাকালের একশেষ!

নিউট্রনের ভয় এখন
দেখায় সাম্ চাচা,
আর কিছু নয় এখন চাই
সংকট থেকে বাঁচা।
শক্তিমানের দম্ভ যত
আসল শক্তি নয়,
শক্তির আড়াল দিয়ে
আসলে ওটা ভয়।

সুদূরের ব্যথা

বাতায়নে একা,
চাহিতেছি দূরে বহুদূরে
যেথায় মিলায়ে গেছে যমুনার শ্যামতটরেখা ;
যেথা হ'তে উঠিয়াছে ফুঁড়ে
দিগন্তে মেঘলা দেহ সুনীল অম্বর,
মানে নাই কোন বাধা, নাহি কারি ডর।
প্রশান্ত সে বুকে
চাঁদিনী বিভোর যেন কি স্বপন-সুখে !
শুভ্র-স্নিগ্ধ জলহারা মেঘ
চলিয়াছে কোন্ দূরদেশে,
বিরহের ব্যথা নিয়া প্রিয়ার উদ্দেশে।
শুধু দুটি পাখী
বারেক আপনমনে উঠি' ঊর্ধ্বাকাশে,
বৃথাই আশ্রয় খুঁজি নামিল হতাশে।

ছুটিয়াছে পূর্ণ স্রোতস্বতী
চঞ্চল ব্যাকুল প্রাণে নব বার্তা নিয়া,
বিরহের ব্যথা-ফুলে অর্ঘ রচিয়া
সীমাশূন্য মহাকাশে ঝাঁপায়ে পড়িতে,
অন্তরের ব্যাকুলতা তাঁরে নিবেদিতে।

দুর্জ্ঞের ভাষায়,
সবারে ডাকিয়া সে কি বলিবারে চায় !
চাহি' তার গতিপথ পানে
হৃদয় ভরিয়া উঠে বেদনার গানে ;
জাগে সুপ্ত সুদূরের ব্যথা।
মোর জীবন-সিন্ধুতে
এসেছিল একদিন এই প্রবহণ,

উত্তাল তরঙ্গ তুলি জোয়ারের সাথে ;
কিন্তু সে ত নহে চিরন্তন,
তাই সে থামিয়া গেছে
জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় ।
তাই আজ ভরা পূর্ণিমায়
নিশাকর অস্তমিতপ্রায় ।
মনে হয়,
নাই সে সময় ।
কৈশোর-সরসী-তীরে
যে স্বপন এঁকেছিনু ধীরে, অতি ধীরে ;
যে প্রাসাদ গড়েছিনু ভুল করি' ধূলির উপরে
সে আজ ভাঙ্গিয়া গেছে
বাতাসের বিধুর পরশে ;
সৃষ্টিকর্তা শুধু আছে বেঁচে ।
তা'র শেষ চিহ্নটুকু
আজিও ভাসিয়া উঠে কল্পনার রঙীন সায়রে ।
রবি ওই অস্ত যায় গগনের শেষবার চুমে ;
আমি শুধু দাঁড়াইয়া ধ্বংস-বেলাভূমে ।
মন-পরদায়
অতীতের স্বপ্নরাজি
আজিও যে উঁকি দিয়া যায় ।
আঁকড়ি ধরিতে গিয়া দেখি তা'রে দূরে
বাতাস কাঁদায়ে যায় ব্যথা-ভরা সুরে ।
কিন্তু তার ক্ষীণ রেশটুকু
একেবারে মিলায় না হায় ;
সে যে ফিরে ফিরে আসে
মোর আঙিনায় ।

সে সুরেতে প্রাণ ভরপুর,
টানিছে সে অনন্তের প্রাণে,
কিন্তু কে যে কহে কানে কানে ;
'মরণ-বীণায় তোর এখনও বাজেনি সুর
জীবনের শেষ পথ ওরে,
পড়ে আছে আরো বহুদূর।' (১)

বিদায়

বিদায়ের অবশ সন্ধ্যায়
কি গান বীণার তারে কেঁদে ফিরে যায়।
থাকি থাকি,
মোর প্রাণ ওঠে কাঁপি।
ঘনায় আঁখির পরে কৃষ্ণ-যবনিকা,
নির্বাপিত দীপশিখা
ধরার ধূলায় ;
সমীরণ বায়
ভেসে আসে শ্বাস,
বিলাপের নাহি অবকাশ ;
নাহি সার্থকতা নাহিক সান্ত্বনা
জীবনের রঙ্গমঞ্চে সকলি অজানা,
পরস্পরে
বাঁধে সবে নব নব ডোরে ;
অবশেষে আসে একদিন
মিলনের ডোর যবে হ'য়ে আসে ক্ষীণ
সবে ভুলে যাই, পরাণের ব্যথা উপচয়,
কিন্তু তবু চ'লে যেতে হয় ;

কারো পানে ফিরে চাহিবার
সময় থাকে না আর !

তাই মনে হয় ; —কৈশোর সরসী-তীরে
তুমি আমি যে স্বপন এঁকেছিনু ধীরে—
অসমাপ্ত অর্ধপথে পড়ি'
ব্যথাহত উঠিছে মর্ম্মরি'
সুখ দুঃখ বিজড়িত দিনগুলি হায়—
যেন আজি ফিরে ফিরে চায় !
দূরে থাকি. চাওয়া, পাওয়া, আশা
প্রেম, প্রীতি. স্নেহ. ভালবাসা
—জানি সব একদিন হয়ে যাবে শেষ ।
কিছু নাহি রবে অবশেষ ;
শুধু তব স্মৃতিখানি নিতি.
বহি' চিরন্তন গীতি.
রহি' নিত্য আত্মক্রোড়ে
মিত্রতার সাক্ষ্য দেবে যুগ যুগ ধ'রে (১) ।

সৈনিক

নিশীথ রাত্রি—
ট্রেণের বুকে বিরাম লভিছে
শত শত সৈনিক ।
মাথার ওপরে সুনীল আস্তরণ.
চাঁদের আলোয় ভরেছে চতুর্দিক ;
শান্ত গতিবেগ তার
শীতের কাঁপনে কাঁপিছে তারকাদল ,
স্তব্ধ চারিধার ।

ট্রেঞ্চ আর কামানের সারি—
বিস্তীর্ণ প্রান্তর ;
সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা
প্রলয়গর্ভ ভয়ংকর।

আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাষ
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান
তারপর কেঁপে উঠবে পৃথিবী ;
জ্বলবে কামান—চলবে মেশিনগান।
সেই যজ্ঞানলে
আহুতি দিতে প্রস্তুত এরা ;
আপনারে সঁপিবে না শত্রুর করলে।
তাদের ভাগ্য, তাদের জাতির,
দেশের ভাগ্য
সবগুলি এসে
দাঁড়িয়েছে একস্থানে :
শত্রুর হাতে নয়।
— আপনার সঙ্গীণের তীক্ষ্ন প্রান্তদেশে
এর প্রমাণ হবে প্রাতে—
নিশা অবসানে (১)।

ধ্বংসের পর

রাতের অন্ধকার—
রুদ্ধ প্রকৃতি গর্জিয়া ওঠে
ভেঙে ফেল কারাগার।
অন্ধকারের পর্দা সরায়ে
খুলে দাও বাতায়ন ;

আন নূতন দিনের আলো ;
পুরানো দিনের সমাপ্তি ওপরে
নূতন প্রদীপ জ্বালো।

যুগান্তরের অস্তরশ্মি,
মাথার ওপরে ওই,
ক্ষীয়মাণ যুগ ডাকে ;
নবীন যুগকে ইশারা করিয়া ডাকে ;
নবীন পূজারী কই ?

মহানকালের বেলাভূমি 'পরে
লহরী বিলীয়মান,
আকাশের বুকে গ্রহগুলি চেয়ে রয় ;
নূতন বিরোধ—নূতন সমন্বয়,
শুনি নূতন দিনের গান।

জীবনের পর জীবন, আবার
দিবসের পর দিন,
যামিনীর পর যাম
নিত্য মিলন—নিত্যই সংগ্রাম।

তাই জ্বালিবো আমরা—
জ্বালিবো তাড়িতালোকে
ধ্বংসের পর বোধন হইবে সুরু ;
কাঁদিব না মোরা
জীর্ণ যুগের শোকে (১)।

এখনও তুমি শক্তিধর

"Oh Julius Caesar
Thou art mighty yet"
Shakespeare.

গোপনে যখন
দেশী ও বিদেশী মূলধনের
গান্ধর্ব বিবাহ
হয়ে গেছে সমাপন,
যখন দুই শতাব্দীর
বৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ
যোগ্য উত্তরাধিকারী বেছে নিয়ে
প্রস্তুত হয়েছে
ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য
তখন আরম্ভ করলে তুমি
আপোষহীন সংগ্রাম।

তাইতো তোমায় ওরা
পারেনি সহ্য করতে
জনতার দরবারে
বার বার তোমার কাছে
হার হয়েছে ওদের।
তোমার অন্তর্ধানে
স্বস্তি পায়নি ওরা
বরং হয়েছে আতঙ্কিত।
মুক্তির বার্তা নিয়ে
তুমি যখন
দেশের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত,

অস্ত্র নিয়ে ওরা তখন
তোমার মোকাবিলার জন্য
করেছে ভাঁড়ের আস্ফালন।

তারপর—
একটা মেলোড্রামা
আর আত্মসমর্পণ।

কিন্তু তোমাকে ওদের ভয়
তোমার নাম শুনলে
ওরা ব্রুটাসের মতই
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়,
কারণ
এখনও তুমি শক্তিধর।

কার্ল মার্কস স্মরণে

অনু পরমাণু থেকে সর্বত্র
গতি নিরন্তর
এই গতিপথে যত রূপান্তর ;

পুরাতন বিদায়ের পথে
মহা আলোড়ন
শ্রেণীদ্বন্দ্ব
সমাজ বিপ্লব
সভ্যতার নতুন পত্তন।
মন ও মননে দীপ্ত
এই সত্য

আজো দেশে দেশে
ধ্রুবতারা সম
প্রদর্শিত পথের নিশানা।

আজও পৃথিবীতে
ভুখা নাঙ্গা আশ্রয়বিহীন
কত না মানুষ ;

আজও পৃথিবীতে নারীর সম্ভ্রম
অনায়াসে লুট হয়ে যায়
শিশু কাঁদে দুরন্ত ক্ষুধায়
শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যে
বেড়ে ওঠে ধনীর প্রাসাদ।

জানি এর শেষ আছে
সেই শেষ ঘণ্টা বাজাবার তরে
শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী
প্রস্তুত হতেছে দেশে দেশে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

নিরঞ্জন

প্রথাগত নিরঞ্জনের
প্রস্তুতি চলছে যখন
ঠিক তখনই
আততায়ীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিল তাকে।
দিনে দিনে গড়ে তোলা ফ্র্যাঙ্কেন্‌স্টাইন
স্রষ্টার ঘাড় দিল মটকে!

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো
বীরভদ্রদের তাণ্ডব নৃত্য
এক প্রাণের জন্যে দিতে হলো বহু প্রাণ
মনে হলো,
মৃত্যুর পরে হয়েছে সে অতি শক্তিধর।

তাই মৃতদেহের ছায়া তুলে ধরে
কপট পাশা খেলা,
তার সাথে বহুজাতিক রৌপ্য রসায়ন
আর নেপথ্যের পেশী সঞ্চালন
বাজীমাৎ এক দানে।

তারপর ?
শুধুই কি চেয়ে থাকা
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পানে।